২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের পেঁয়াজের প্রতিবেদন



কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

নভেম্বর,২০১৭

**মুখবন্ধ**

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষিই হলো অর্থনিতির মূল ভিত্তি। কৃষির উন্নয়নই দেশের উন্নয়ন। কৃষিতে নানামুখি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে কৃষি উন্নয়নের এক গৌরবময় অধ্যায়ে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম সারির দেশ। কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন ‘রোল মডেল’। আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতার উপরই নির্ভর করে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি।

ক্রমহ্রাসমান জমিতে অধিক হারে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করে প্রায় ১৬ কোটি মানুষকে খাদ্য সরবরাহের পর বিদেশেও চাল, শাক-সবজি, ফল ও কিছু অপ্রধান ফসল রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদটি কৃষি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে পেঁয়াজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কৃষি কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হতে, বাৎসরিক উৎপাদন, বাজার দর, ব্যবসা পরিচালনা, আমদানি-রপ্তানি, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভূত সহায়তা করবে।

 মহাপরিচালক

 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

ঢাকা

নভেম্বর, ২০১৭

**ভূমিকা**

পেঁয়াজ হল একটি কন্দজ সবজি। এটি আবার মশলা হিসেবেও ব্যবহার করার চলন আছে। সারাবছর বাজারে পেঁয়াজের দেখা মেলে। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হল- অলিয়াম সোপা।   পেঁয়াজ এর পাতা ও ডাঁটা ’ভিটামিন-সি’ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। তাছাড়া এতে অন্যান্য খাদ্য উপাদানও রয়েছে। এটি সাধারণতঃ ঠান্ডা জলবায়ুর উপযোগী ফসল এবং বাংলাদেশে মূলত রবি মৌসুমেই পেঁয়াজের আবাদ হয়ে থাকে। পেঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মসলা। এর পাতা ও কলিতে ভিটামিন ‘এ’ বেশি থাকে। এছাড়াও ভিটামিন ‘সি’ ও ক্যালসিয়াম বিদ্যমান রয়েছে। খাবার দ্রুত হজমকারক ও রুচিবর্ধক হিসেবেও এর জুড়ি নেই। পেঁয়াজ সাধারনত মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও সবজি ও সালাদ হিসাবেও পেঁয়াজের ব্যবহার সব দেশেই প্রচলিত আছে। অন্যান্য অনেক মসলার ন্যায় পেঁয়াজ কেবল খাদ্যদ্রব্যকে আকর্ষণীয় ও খাদ্যের স্বাদই বৃদ্ধি করে না, খাদ্যের পুষ্টি গুনও বৃদ্ধি করে এবং এর ঔষধিগুনও অপরিসীম। পেঁয়াজের চাষ শুধু শীতকালেই হয় না, বর্তমানে গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকালেও চাষ করা হচ্ছে। আবহমান কাল থেকে কৃষক নিজের প্রয়োজনে উৎপাদন করত এবং উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করত। বহু বছর পূর্ব থেকেই অনেক অঞ্চলের কৃষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করেছে। পশ্চিম এশিয়া পেঁয়াজের উৎপত্তি স্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিশর ও স্পেন বিশ্বের প্রধান চারটি পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ।

**সূচীপত্র**

**ক্রমিক নং পৃষ্ঠা নং**

**অধ্যায় ১**

**সরবরাহ**

পেঁয়াজ বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত মূল্যবান ফসল। মসলা ছাড়াও সবজি ও সালাদ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকায় পেঁয়াজ একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পরিমানের দিক দিয়ে পেঁয়াজ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মসলা। বাঙালির ভোজন বিলাসিতার পৃথিবীজুড়ে খ্যাতি রয়েছে। আর ভোজন বিলাসিতায় নানাবিধ মসলার সমন্বয়ে রন্ধনশৈলীর উপস্থাপনা যে কোনো মানুষের মন জয় করে নিতে এতটুকু সময় লাগে না। এশিয়া অঞ্চলের লোকেরা দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় যে হারে মসলার ব্যবহার করে থাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে তা লক্ষণীয় নয়। আর খাবারকে রুচিশীল ও মুখরুচক করতে মসলার বিকল্প হয় না। পেঁয়াজের বহুবিধ ব্যবহার বাঙালির ঘরে ঘরে যথেষ্ট সমাদৃত হয়ে আসছে। পেঁয়াজকে শুধু মসলা বললে ভুল হবে। কারণ পেঁয়াজ একাধারে মসলা ও সবজিও বটে। পেঁয়াজ ভাতের সঙ্গে, ছালাদে, ঝালমুড়িতে, আলুভর্তায়, বেগুন ভর্তায়, শুঁটকি ভর্তায় এর বহুবিধ ব্যবহার সবার কাছে সমাদৃত। মসলা হিসেবে বেটে পেস্ট বানিয়ে তরকারিকে সুস্বাদু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ করতে পেঁয়াজের গুরুত্ব অপরিসীম।

**উৎপাদন স্থল**

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই পেঁয়াজ চাষ হয়। তবে প্রধান প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকৃত জেলাগুলো হলো- পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, দিনাজপুর ও রংপুরে অধিক পরিমাণে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদনের পরিমান ছিল ১৪.২৩ লক্ষ মে.টন যা হেক্টর প্রতি ৮.৯৫ মে.টন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৫৩ লক্ষ মে.টন যা হেক্টর প্রতি ১০.১০ মে.টন।

**আবাদকৃত জমি**

২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৮ বছরে পেঁয়াজ উৎপাদিত জমির পরিমাণ ৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচে বছরওয়ারী পেঁয়াজ উৎপাদনকৃত জমির পরিমান ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

|  |  |
| --- | --- |
| বিবরণ | জমির পরিমান (লক্ষ হেক্টর) |
| ২০০৯-২০১০ | ১.৫৯ |
| ২০১০-২০১১ | ১.৭৭ |
| ২০১১-২০১২ | ১.৮০ |
| 2012-2013 | 1.81 |
| 2013-2014 | 1.87 |
| 2014-2015 | ১.৯২ |
| ২0১৫-20১৬  | ২.১৬ |
| ২০১৬-20১৭  | ২.১৩ |

 উৎসঃ ডিএই

২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৮ বছরের পেঁয়াজ উৎপাদিত জমির পরিমাণ লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৪বছরের ১৫টি জেলার আবাদকৃত জমির পরিমান নীচে দেখানো হলোঃ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ২০১৩-২০১৪ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৫-২০১৬ | ২০১৬-২০১৭ |
|  |  | আবাদকৃত জমি (একর) | আবাদকৃত জমি (একর) | আবাদকৃত জমি (একর) | আবাদকৃত জমি (একর) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | পাবনা | ১০৩০৩৩ | ১০৬৪৬৯ | ১১৯১৭৭ | ৪৭৬৫০ |
| ২ | ফরিদপুর | ৫৩৪১১ | ১৮৯০৮ | ৭২৭২১ | ৩৫৩৬৬ |
| ৩ | রাজবাড়ি | ৪৪১০০ | ৪৯৬২৫ | ৫৩৩২৫ | ২৭৩৩৭ |
| ৪ | রাজশাহী | ২৭৩৮৭ | ২৫৩৯৩ | ২৭২১৬ | ১৪২১০ |
| ৫ | কুষ্টিয়া | ২১৫৭২ | ২১৭১৪ | ২৫৩৭৬ | ১১০২০ |
| ৬ | ঝিনাইদহ | ১৩১১৫ | ১৩০২১ | ১৩০২১ | ৭৮২৫ |
| ৭ | মাগুরা | ৮৬১৮ | ১২১০৯ | ১৩৬৫৬ | ৭১৩০ |
| ৮ | মেহেরপুর | ৩৭৩৪ | ৪১১৫ | ৭৪২০ | ২০৩০ |
| ৯ | মাদারীপুর | ৩৭২৩ | ৫৩১০ | ৭২১৪ | ৪১২৫ |
| ১০ | মানিকগঞ্জ | ১৮৩৫০ | ১৬৪২৫ | ১৮০৬৬ | ৬৬৩৭ |
| ১১ | শরিয়তপুর | ৬২৮৯ | ৬১৭৬ | ৬১৮০ | ৩৩৮০ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ | ৪১৪২ | ৪৪৭২ | ৫০৫৭ | ৩২০০ |
| ১৩ | নারায়নগঞ্জ | ২২৮ | ৬১৮ | ৬৫২ | ৩২৪ |
| ১৪ | রংপুর | ৪৩৩০ | ৪৩৮৫ | ৪৪৮৯ | ১৯৭৮ |
| ১৫ | দিনাজপুর | ৫৭৩৯ | ৫৬৯২ | ৬১২৯ | ২২৫৩ |

 উৎসঃ ডিএই

১৫টি জেলায় ৪বছরে আবাদকৃত জমির পরিমান নীচে লেখ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো

**পেঁয়াজ উৎপাদন**

২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরের উৎপানের পরিমান লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫৯% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচে বছরওয়ারী উৎপাদনের পরিমান দেখানো হলোঃ

|  |  |
| --- | --- |
| অর্থবছর | উৎপাদনের পরিমান(লক্ষ মে.টন) |
| ২০১২-২০১৩ | 13.58 |
| ২০১৩-২০১৪ | 17.01 |
| ২০১৪-২০১৫ | ১৯.৩০ |
| ২০১৫-২০১৬ | ২১.৩০ |
| ২০১৬-২০১৭ | ২১.৫৩ |

২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৪বছরের অধিক উৎপাদনকৃত ১৫টি জেলার উৎপাদনের পরিমান নীচে দেখানো হলোঃ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | জেলার নাম | ২০১৩-২০১৪ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৫-২০১৬ | ২০১৬-২০১৭ |
|  |  | উৎপাদন (মেঃ টন) | উৎপাদন (মেঃ টন) | উৎপাদন (মেঃ টন) | উৎপাদন (মেঃ টন) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | পাবনা | ৫২১০৯৭ | ৫২৬৬৭৬ | ৫৪৪৪৪৯ | ৫২২০৬২ |
| ২ | ফরিদপুর | ২১৪৫০৮ | ৩৭৬৬৫১ | ২৯০৪১৭ | ৪২৫৬২৪ |
| ৩ | রাজবাড়ি | ১৫৪৩০ | ১৮৪৯৫০ | ২২৭৩৬৮ | ৩২৮৯২৪ |
| ৪ | রাজশাহী | ১৫২১৬১ | ১৪৭৩৬৭ | ১৪২০৫৯ | ২০৯৩১২ |
| ৫ | কুষ্টিয়া | ৭২৬০৫ | ৯০৫৬২ | ১০৯৬৪৫ | ১৪৩২০০ |
| ৬ | ঝিনাইদহ | ৫০৩৬৬ | ৫০৯৮২ | ৫৩৭০১ | ১৩০৪০০ |
| ৭ | মাগুড়া | ২৮১৫৫ | ৫৩৫৫৬ | ৫৪৩২৭ | ৮১৯৬০ |
| ৮ | মেহেরপুর | ৪০৮৭২ | ৪৫৯১৩ | ৬৮৭২০ | ৬৩৩৯০ |
| ৯ | মাদারীপুর | ১৩৮৭৪ | ২৩৫৩৪ | ৪২৯৭৭ | ৫০৬০০ |
| ১০ | মানিকগঞ্জ | ৪৩৯৮৫ | ৪৩১৮৭ | ৪৮১৪৬ | ৪৯১৯২ |
| ১১ | শরিয়তপুর | ১৯৯৩০ | ১৯৮৮০ | ১৯৪৮৮ | ৪৩২৩০ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ | ১২৪৬১ | ১৪২৩৮ | ১৪৭২৩ | ৩৯৪৮৩ |
| ১৩ | নারায়নগঞ্জ | ২৯৮৭ | ১৪১৩ | ১৩৭৬ | ২৮৬০৯ |
| ১৪ | রংপুর | ১১৮৫২ | ১৪২৯৪ | ১৪৬৯০ | ২৫৩১৮ |
| ১৫ | দিনাজপুর | ১২৫৯৮ | ১৮৬১৭ | ২০৯০৪ | ২২৯৭৯ |

২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৪বছরের অধিক উৎপাদনকৃত ১৫টি জেলার উৎপাদনের পরিমান লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

 মেট্ট্রিক টন

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় পেঁয়াজ আবাদকৃত জমির পরিমান, উৎপাদনের পরিমান ও একর প্রতি ফলন দেখানো হলো। ৬৪টি জেলার মধ্যে সর্বচ্চ পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা পাবনা ৫২২০৬২ মে.টন এবং সর্বনিম্ন ৪০ মে.টন ফেনি জেলায় পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | জেলার নাম | আবাদকৃত জমি (হেক্টর) | উৎপাদন (মেঃ টন) | ফলন (মেঃটন) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | ঢাকা | ৪৮৭ | ৪৬৬৫ | ৯.৫৮ |
| ২ | নারায়নগঞ্জ | ৩২৪ | ২৮৬০৯ | ৮.৮৩ |
| ৩ | গাজীপুর | ৩১০ | ২৫৪৪ | ৮.২১ |
| ৪ | নরসিংদী | ২৬৮ | ২৫৪৯ | ৯.৫১ |
| ৫ | মুন্সিগঞ্জ | ১৭০ | ১৫১০ | ৮.৮৮ |
| ৬ | মানিকগঞ্জ | ৬৬৩৭ | ৪৯১৯২ | ৭.৪১ |
| ৭ | টাংগাইল | ৮৭৪ | ৭৩৮৮ | ৮.৪৫ |
| ৮ | কিশোরগঞ্জ | ৬২৫ | ৫৯৩৮ | ৯.৫০ |
| ৯ | ময়মনসিংহ | ৬৮৭ | ৬২২৮ | ৯.০৭ |
| ১০ | জামালপুর | ২৬৬৭ | ২৫৫১৬ | ৯.৫৭ |
| ১১ | শেরপুর | ১১৩৮ | ১১৪৭০ | ১০.৮ |
| ১২ | নেত্রকোনা | ৩৫১ | ৩৫৭৯ | ১০.২০ |
| ১৩ | কুমিল্লা | ৪৩২ | ৩৫০৩ | ৮.১১ |
| ১৪ | চাঁদপুর | ৯৪৫ | ৮৩১৬ | ৮.৮০ |
| ১৫ | ব্রাক্ষণবাড়িয়া | ৪৪৫ | ৩৭৪৪ | ৮.৪১ |
| ১৬ | সিলেট | ২১৮ | ২০১৭ | ৯.২৫ |
| ১৭ | মৌলভীবাজার | ৬১ | ৬০৪ | ৯.৯০ |
| ১৮ | হবিগঞ্জ | ১৩১ | ১০৭৪ | ৮.২০ |
| ১৯ | সুনামগঞ্জ | ১৬৮ | ১৩৭০ | ৮১৫ |
| ২০ | চট্রগ্রাম | ৫২ | ৪১৬ | ৮.০০ |
| ২১ | কক্সবাজার | ৫০ | ৩০০ | ৬.০০ |
| ২২ | নোয়াখালী | ১৭০ | ৮৫০ | ৫.০০ |
| ২৩ | ফেনি | ৮ | ৪০ | ৫.০০ |
| ২৪ | লক্ষীপুর | ১১০ | ১০২৩ | ৯.৩০ |
| ২৫ | রাংগামাটি | ২৭ | ২৫৬ | ৯.৪৮ |
| ২৬ | খাগড়াছড়ি | ১৭ | ২৫৬ | ৮.৫৩ |
| ২৭ | বান্দরবান | ২৮ | ২৩২ | ৮.২৯ |
| ২৮ | রাজশাহী | ১৪২১০ | ২০৯৩১২ | ১৪.৭৩ |
| ২৯ | নওগা | ৪৭২০ | ৫০৪০০ | ১০.৬৮ |
| ৩০ | নাটোর | ৩৮১০ | ৫৩৫৬৭ | ১৪.০৬ |
| ৩১ | চাপাই নবাবগঞ্জ | ২৬৪০ | ৩১৯১০ | ১২.০৯ |
| ৩২ | বগুড়া | ৩২৫০ | ১৫৯১৩ | ৪.৯০ |
| ৩৩ | জয়পুরহাট | ৯০০ | ৪১৫০ | ৪.৬১ |
| ৩৪ | পাবনা | ৪৭৬৫০ | ৫২২০৬২ | ১০.৯৬ |
| ৩৫ | সিরাজগঞ্জ | ১০৯০ | ৪৭৪১ | ৪.৩৫ |
| ৩৬ | রংপুর | ১৯৭৮ | ২৫৩১৮ | ১২.৮০ |
| ৩৭ | গাইবান্ধা | ১১২০ | ১০১৯২ | ৯.১২ |
| ৩৮ | কুড়িগ্রাম | ১৪১৫ | ১২৭১৫ | ৮.৯৯ |
| ৩৯ | লালমনিরহাট | ৯৭৫ | ৫৫৬৯ | ৫.৭১ |
| ৪০ | নীলফামারী | ১২৯০ | ১২৫১৩ | ৯.৭০ |
| ৪১ | দিনাজপুর | ২২৫৩ | ২২৯৭৯ | ১০.২০ |
| ৪২ | ঠাকুরগাও | ৩৫০ | ২৮৪৫ | ৮.১৩ |
| ৪৩ | পঞ্চগড় | ১২৮১ | ১২৫৮৮ | ৯.৮৩ |
| ৪৪ | যশোর | ১৩৬০ | ২০৪০০ | ১৫.০০ |
| ৪৫ | ঝিনাইদহ | ৭৮২৫ | ১৩০৪০০ | ১৬.০০ |
| ৪৬ | মাগুড়া | ৭১৩০ | ৮১৯৬০ | ১১.৫০ |
| ৪৭ | কুষ্টিয়া | ১১০২০ | ১৪৩২০০ | ১২.৯৯ |
| ৪৮ | চুয়াডাংগা | ৮১০ | ১০৫৩০ | ১৩.০০ |
| ৪৯ | মেহেরপুর | ২০৩০ | ৬৩৩৯০ | ৩১.২৩ |
| ৫০ | খুলনা | ১৭২ | ১৭৭৬ | ১০.৩৩ |
| ৫১ | বাগেরহাট | ১৮০ | ১৪২০ | ৭.৮৯ |
| ৫২ | সাতক্ষীরা | ৬১০ | ৬৩৭৪ | ১০.৪৫ |
| ৫৩ | নড়াইল | ৫৯০ | ৬০৪০ | ১০.২৪ |
| ৫৪ | বরিশাল | ৩৭৮ | ৩০২৪ | ৮.০০ |
| ৫৫ | পিরোজপুর | ৭০ | ৫৯৫ | ৮.৫০ |
| ৫৬ | ঝালকাঠি | ২৫ | ২০০ | ৮.০০ |
| ৫৭ | পটুয়াখালী | ১৭০ | ১৩৫৬ | ৭.৯৮ |
| ৫৮ | বরগুনা | ২৩ | ১৮৪ | ৮.০০ |
| ৫৯ | ভোলা | ১০৭০ | ৮৫৬০ | ৮.০০ |
| ৬০ | ফরিদপুর | ৩৫৩৬৬ | ৪২৫৬২৪ | ১২.০৩ |
| ৬১ | মাদারীপুর | ৪১২৫ | ৫০৬০০ | ১২.২৭ |
| ৬২ | গোপালগঞ্জ | ৩২০০ | ৩৯৪৮৩ | ১২.৩২ |
| ৬৩ | রাজবাড়ি | ২৭৩৩৭ | ৩২৮৯২৪ | ১২.০৩ |
| ৬৪ | শরিয়তপুর | ৩৩৮০ | ৪৩২৩০ | ১২.৭৯ |

**৬৪টি জেলায় আবাদকৃতজমির পরিমান লেখ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।**

**৬৪টি জেলায় উৎপাদিত পেঁয়াজের পরিমান লেখ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।**

**৬৪টি জেলায় পেঁয়াজের ফলন পরিস্থিতি লেখ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।**

**জাত পরিচিতিঃ**

**বারি পেঁয়াজ-১:**জাতটির কন্দ অধিক ঝাঁঝযুক্ত। জাতটি রবি মৌসুমে চাষ উপযোগী।

**বারি পেঁয়াজ-২:**জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার ও লাল রঙের। আগাম চাষের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ বোনা যায় এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৪৫ দিনের চারা মাঠে রোপণ করা যায়। নাবী চাষের জন্য জুন-জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বুনতে হয়।

**বারি পেঁয়াজ-৩:**জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার ও লাল রঙের। বীজ বোনার জন্য মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই মাস উপযুক্ত সময়। আগাম চাষে বীজ বোনার উপযুক্ত সময় হচ্ছে মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ এবং এপ্রিল মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

**বারি পেঁয়াজ-৪:**এটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন পেঁয়াজ। আকৃতি গোলাকার, রং ধুসর লালচে বর্ণের ও ঝাঁঝযুক্ত।

**বারি পেঁয়াজ-৫:**এ জাতটি গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি সারা বছরব্যাপী চাষ করা যেতে পারে। বীজ থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৯৫-১১০ দিন সময় লাগে।

**স্থানীয় জাতঃ**স্থানীয় জাতের মধ্যে তাহেরপুরী, ফরিদপুরের ভাতি, ঝিটকা, কৈলাসনগর উল্লেখযোগ্য। আগাম রবি মৌসুমে এ জাত দুটির ফলন দ্বিগুন হয় এবং কন্দের মানও উন্নত হয়। উদ্ভাবিত ও উল্লেখিত পেঁয়াজের জাত দুইটি উত্তরবঙ্গ, কুষ্টিয়া, যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলে ব্যবসায়িক ভাবে চাষ করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

**৬. বিভাগওয়ারী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আবাদকৃত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **বিভাগ** | **আবাদকৃত জমি (হেক্টর)** | **উৎপাদন (মে.টন)** |
| ঢাকা বিভাগ | ৮৭,৯৪৬ | ১০,১৪,০৪৯ |
| রাজশাহী বিভাগ | ৭৫,৬৩০ | ৮,৬০,১৪৫ |
| রংপুর বিভাগ | ১০,৬৬৩ | ১,০৪,৭১৯ |
| খুলনা বিভাগ | ২০,৭০৭ | ৩,২২,২৯০ |
| বরিশাল বিভাগ | ১,৭৩৬ | ১৩,৯১৯ |
| চট্রগ্রাম বিভাগ | ৩,৬৭৪ | ৩০,৯৯৬ |
| সিলেট বিভাগ | ৫৭৮ | ১৮,৬১১ |

**বিভাগওয়ারী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আবাদকৃত জমির পরিমাণ পাই চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো**

**বিভাগওয়ারী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ পাই চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো**

**আমদানি পরিস্থিতি**

পেঁয়াজ বাংলাদেশের প্রধান মসলা জাতীয় পণ্য। দেশে পেয়াজের চাহিদা প্রায় ২৪ লক্ষ মে.টন এবং উৎপাদন হয় প্রায় ২০ লক্ষ মে.টন । চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতি থাকে বলে আমদানির মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে যদিও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তথাপি আমদানির পরিমানও বাড়ছে।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| অর্থবছর | উৎপাদনের পরিমান(লক্ষ মে.টন) | আমদানির পরিমান(লক্ষ মে.টন) | মোট সরবরাহ(উৎপাদন+আমদানি)(লক্ষ মে.টন) |
| ২০১২-২০১৩ | 13.58 | 7.48 | ২১.০৬ |
| ২০১৩-২০১৪ | 17.01 | 9.10 | ২৬.১১ |
| ২০১৪-২০১৫ | ১৯.৩০ | ৬.২৬ | ২৫.৫৬ |
| ২০১৫-২০১৬ | ২১.৩০ | ৭.০১ | ২৮.৩১ |
| ২০১৬-২০১৭ | ২১.৫৩ | ১০.৪১ | ৩১.৯৪ |

উপরোক্ত ছকে দেখা যায় যে, ২০১2-১3 সালের তুলনায় ২০১3-২০১4, 2014-2015 ও ২০১৫-২০১৬ সালে উৎপাদনের পরিমান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ২১.৫৩ লক্ষ মে.টনে।

 **(লক্ষ মে. টন)**

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ১০ লক্ষ ৪১ হাজার মে.টন, যা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের তুলনায় ৪৭% বেশী।

বিগত অর্থবছরে দেশে বিপুল পরিমান পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে। দেশে উৎপাদন ও আমদানি মিলিয়ে পণ্যটির সরবরাহ চাহিদার তুলনায় বেশি।

 **(লক্ষ মে. টন)**

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত বছর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উৎপাদন ও আমদানি মিলিয়ে মোট সরবরাহ ছিল ২৮.৩১ লক্ষ মে.টন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তা ৩১.৯৪ লক্ষ মে.টন। গত বছরের তুলনায় ৩.৬৩ লক্ষ মে.টন বেশী।

**অধ্যায় ২**

**চাহিদা**

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পেঁয়াজ একটি অত্যাবশ্যকীয় সবজি। প্রায় প্রতিটি ঝাল জাতীয় তরকারিতে পেয়াজের উপস্থিতি প্রায় বাধ্যতামূলক। পেঁয়াজের বহুবিধ ব্যবহার বাঙালি মানুষের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত। পেঁয়াজকে শুধু মসলা বললে ভুল হবে। কারণ পেঁয়াজ একাধারে মসলা ও সবজিও বটে। ভাতের সঙ্গে খালি পেঁয়াজ, ছালাদে কাঁচা পেঁয়াজ, ঝালমুড়িতে কাঁচা পেঁয়াজ, আলুভর্তায়, বেগুন ভর্তায় শুঁটকি ভর্তায় এর ব্যবহার সবার কাছে সমাদৃত। রমজান মাসে ও কোরবানি ঈদের সময় পেঁয়াজের চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে রমজান মাসে পেঁয়াজের ব্যবহার অনেক বেশি বেড়ে যায়।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পেঁয়াজের সরবরাহ ও ব্যবহার নীচে দেখানো হলোঃ

সরবরাহ

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে উৎপাদন - ২১.৫৩ লক্ষ মে.টন

খ) আমদানি - ১০.৪১ লক্ষ মে.টন

 মোট সরবরাহ ৩১.৯৪ লক্ষ মে.টন

আবর্তমান সংরক্ষণ, শুকানো, নষ্ট হওয়া

ও অন্যান্য ক্ষতি\* ৭.৯৪ লক্ষ মে.টন (২৫%)

 নীট সরবরাহ ২৪.০০ লক্ষ মে.টন

(\*১১% স্থানীয় পর্যায়ে, ১০% শুকানো, ২.৫% আবর্তমান সংরক্ষণ, ১.৫% পরিবহন ও স্থানান্তর জনিত ক্ষতি)



**অধ্যায় ৩**

**বিপণন পদ্ধতি**

**বাজারজাতকরনের প্রস্তুতি**

পেঁয়াজ ভালোভাবে পরিপক্ব হলে পেঁয়াজের গাছ নিজে নিজে শুকিয়ে যাবে তখন ওঠানোর উপযুক্ত সময়। পেঁয়াজ সংগ্রহের ১৫ থেকে ২০ দিন আগে গাছের ডগা ভেংগে দিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়।পেঁয়াজ গাছ পরিপক্ক হলে পাতা ক্রমান্বয়ে হলুদ হয়ে হেলে পড়ে। জমির প্রায় ৭০-৮০% গাছের এ অবস্থা হলে পেঁয়াজ তোলার উপযোগী হয়।পেঁয়াজ গাছের ঘাড় বা গলা শুকিয়ে ভেঙ্গে গেলে বা নরম মনে হলে বুঝতে হবে যে পেঁয়াজের উত্তোলনের সময় হয়েছে।পেঁয়াজ উত্তোলনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

রৌদ্রজ্জল দিনে জমি থেকে পেঁয়াজ তুলে সংরক্ষণ করলে ভাল হয়। পেঁয়াজ সংরক্ষণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। পেঁয়াজের ডগা ২ সেমি. রেখে পাতাগুলো কেটে দেয়া হয়।বাতাস চলাচলের সুবিধাযুক্ত শীতল ও ছায়াময় স্থানে শুকিয়ে নিতে হয়। সংরক্ষণের আগে পেঁয়াজ কাটা, ছেড়া, পঁচা, ছোট বড়, দোদানা ইত্যাদি গ্রেডিং অনুযায়ী আলাদা করে নিতে হবে। বাঁশের পাতলা চটা বা সুতলী দিয়ে গেঁথে তৈরি (বেতী) “বানা” এর উপর পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা উত্তম। ঘরের সিলিং এ বাঁশের মাচা তৈরি করে তার উপর বানা বিছিয়ে পেঁয়াজ রাখতে হবে। বিভিন্ন গ্রেডের পেঁয়াজ আলাদা আলাদা স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত। টিনের ঘরের সিলিং এ পেঁয়াজ রাখলে তা ২০-২৫ সেমি. পুরু করে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পেঁয়াজ বাছাই করতে হবে। প্রয়োজনে পেঁয়াজ মাচা থেকে নামিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে পাতলা করে বিছিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তারপর আবার মাচায় উঠাতে হবে।

পেঁয়াজ ভালো করে শুকানোর পরে গুদামজাত করতে হয়। গুদাম ঠান্ডা ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত হওয়া উচিত। গুদামে পরীক্ষা করে পচা ও রোগাক্রান্ত পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয়। ঠান্ডা গুদামে ৩৪ ফা. তাপে এবং শতকরা ৬৪ ভাগ আর্দ্রতায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হয়।

**চাষাবাদ পদ্ধতি**

পেঁয়াজকে সাধারণত ঠান্ডা জলবায়ু উপযোগী ফসল বলে বর্ণনা করা হয়। উর্বর মাটি এবং সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত জমিতে পেঁয়াজ চাষ ভালো হয়। ১৫-২৫ সেঃ তাপমাত্রা পেঁয়াজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মানো পেঁয়াজে ঝাঁঝ বেশি হয়। অধিক এঁটেল মাটিতে পেঁয়াজের চাষ করা যায় না। দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম।

এ ফসল চাষের জন্য বারবার চাষ দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নেয়া আবশ্যক। সুনিষ্কাশিত ও উত্তম জৈবপদার্থযুক্ত উর্বর মাটিতে পেঁয়াজ ভালো হয়।
আমাদের দেশে তিনটি পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ করা হয়।
১. জমিতে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে
২. কন্ধ বা বাল্প রোপণ করে
৩. বীজ থেকে উৎপন্ন চারা সংগ্রহ করে রোপণ।

**বীজ বপন ও চারা রোপণ সময়**

শীতকালীন জাতগুলোর বীজ মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে বীজতলায় বপন করতে হয় এবং অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা ক্ষেতে রোপণ করতে হয়।

গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো যেমন বারি পেঁয়াজ ২ ও ৩ আগাম চাষ করতে হলে মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করতে হয় এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করা যায়।
গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো নাবি হিসেবে চাষ করতে হলে জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয় এবং মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর মাসে ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করতে হয়। গ্রীষ্মকালীন জাতগুলোর জন্য বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ৯৫-১১০ দিন এবং শীতকালীন জাতগুলোর জন্য ১৩০-১৪০ দিন সময় লাগে।

এ সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপনের সময় অত্যধিক বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পলিথিন/চাঁটাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

**পরিচর্যা**

রোপন পদ্ধতিতে লাগানো গাছে যে কলি বের হয় তা শুরুতে ভেঙে দিতে হয়। কলি তরকারি কিংবা সালাদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বীজের উদ্দেশ্যে পেঁয়াজ ফসলের যে অংশ রাখা হয়, সেখানে ইউরিয়া ও পটাশ ও টিএসপি সার দ্বিতীয় দফায় প্রয়োগ করা যায়।

**ফলন**

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (বারি পেঁয়াজ-২ ও ৩) ফলন হেক্টরপ্রতি ১০-১৩ টন এবং দেশী জাতের পেঁয়াজের ফলন ১২-১৬ টন হয়ে থাকে।

**অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা**

পেঁয়াজের জমিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ প্রয়োজন। সেচ প্রদানের পর মাটি দৃঢ় হয়ে গেলে তা নিড়ানি দিয়ে ভালভাবে দৃঢ়তা ভেঙ্গে দিয়ে ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। তাতে কন্দের বৃদ্ধি ভাল হবে। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। তবে ভাল ফলনের জন্য পেঁয়াজের বেডে কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে। এতে জমিতে সেচ কম লাগে। গাছের গোড়া সব সময় ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পেঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফুলের কলি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই তা ভেঙ্গে দিতে হবে। পেঁয়াজ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং পেঁয়াজের জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পেঁয়াজ তোলার ১৫ দিন পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ রাখতে হবে। আগাছা দেখা যাওয়ার সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে আগাছা উপড়িয়ে ফেলতে হবে। আগাছা নিড়ানো, পেঁয়াজের গোড়ার মাটি একটু আলগা ঝুরঝুরা করার কাজ একই সাথে করতে হবে।

**ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ**

শুধুমাত্র শীতকালে চাষাবাদ করে উৎপাদিত পেঁয়াজ সারা বছর খাওয়া হয়। ফলে এর সংরক্ষণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পেঁয়াজ সংরক্ষণের কিছু নিয়মনীতি অনুসরন করা প্রয়োজন। সংরক্ষণের ধাপগুলো নিম্নরুপঃ

১) সংরক্ষণের জন্য কম আর্দ্রতাবিশিষ্ট, বেশি ঝাঁঝালো, উজ্জ্বল ত্বক, এবং বেশিসংখ্যক ত্বক বিশিষ্ট জাতের পেঁয়াজই উপযুক্ত।

২) চাষের জন্য রোগ ও ক্রটিমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

৩) ক্ষেতে অতি মাত্রায় সেচ দেওয়া যাবে না।

৪) ক্ষেতে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া দেয়া যাবে না।

৫) গাছের পুষ্টতা এসে গেলে পেঁয়াজের ডগা অর্থাৎ গলার দিকের ‘টিস্যু’ নরম হয়ে যায়। ফলে পাতা হেলে পড়ে। ফসলের প্রায় ৭০-৮০% গাছের পাতা এভাবে নিজে নিজেই ভেঙ্গে গেলে পেঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। পেঁয়াজ সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি না হয়।

৬) পেঁয়াজ সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন ঘরে ১০-১২ সে.মি. পুরু করে বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত, শীতল ও ছায়াময় স্থানে শুকিয়ে নিতে হয়।

৭) সংরক্ষণের পূর্বে পেঁয়াজ কাটা ছেঁড়া, পঁচা, ছোট-বড়, দোডালা ইত্যাদি অনুযায়ী বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

৮) পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণস্থল ও মাচার প্রকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাশেঁর পাতলা চটা (বেতী), সুতলী দিয়ে গেঁথে তৈরি ‘বানা’-এর উপর পেঁয়াজ সংরক্ষণ করাই উত্তম। ঘরের সিলিং-এ বাঁশের মাচা তৈরি করে তার উপর বানা বিছিয়ে পেঁয়াজ রাখতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর পেঁয়াজ আলাদা আলাদা জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত। টিনের ঘরের সিলিং-এ পেঁয়াজ রাখলে তা ২০-২৫ সে.মি. পুরু করে রাখা যাবে। খড়ের বা টালির সিলিং-এ পেঁয়াজ ১৫-২০ সে.মি. এর বেশি পুরু করে না রাখাই ভালো। মেঝের দুই ফুট উপরে তৈরি মাচায় রাখার চেয়ে সিলিং-এ পেঁয়াজ রাখাই উত্তম। কারণ প্রথমোক্ত স্থানের চারদিকে সাধারণত বায়ু চলাচল কম থাকে। যদি মেঝের দুই ফুট উপরে নির্মিত মাচায় পেঁয়াজ রাখতেই হয়, তবে তা ১০-১৫ সে. মি. এর বেশি পুরু করে না রাখাই ভালো।

৯) মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পেঁয়াজ নাড়া দিতে হবে এবং পঁচা পেঁয়াজ বাছাই করতে হবে। বাদলা দিনে বিশেষভাবে পেঁয়াজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় পেঁয়াজ শুকায় না, যার ফলে পেঁয়াজ পঁচতে শুরু করে। এ অবস্থায় প্রয়োজনে পেঁয়াজ মাচা থেকে নামিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে পাতলা করে বিছিয়ে শুকিয়ে নিয়ে মাচায় উঠাতে হবে।

**বপন/রোপণ পদ্ধতি ও সময়**

সরাসরি জমিতে বীজ বুনে, কন্দ ও চারা রোপণ করে পেঁয়াজ উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অর্থাৎ রবি ও খরিপ মৌসুমে এমনকি সারা বছরের ফসলরূপে পেঁয়াজের চাষ হয়। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বীজতলায় বীজ বুনে, চারা তুলে সেই চারা জমিতে রোপণ করা হয়। সরাসরি ছোট ছোট কন্দ লাগিয়েও পেঁয়াজের চাষ করা হয়। সাধারণত অক্টোবর থেকে নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক)মাসে বীজতলায় বীজ বোনা হয় এবং ৪০-৫৫ দিন পর চারা জমিতে রোপণ করা হয়। সমগ্র উত্তরাঞ্চল, যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর অঞ্চলে সারা বছর গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই এবং বর্ষাকালে জুলাই থেকে অক্টোবর এবং শীতকালে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে পেঁয়াজ চাষ করা যায়।



**উৎপাদন ব্যয়**

বাংলাদেশের জমি অনেক উর্বর। তাই যে কোন ফসলই এদেশে উৎপাদিত হয়। উৎপাদন করতে গিয়ে অনেক খরচ হয় । শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন লাভ লোকসান আছে তেমনি কৃষি ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও লাভ লোকসান আছে। অনেক সময় কৃষক লাভবান হয়, আবার কোন কোন বছর লোকসান দিয়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে নিজের জমি হারাচ্ছে। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকের অবস্হান কতখানি শক্তিশালী তা জানার জন্য উৎপাদন খরচ জানা জরুরী। তাই পেঁয়াজ জাতীয় মসলা ফসলের উৎপাদন খরচ নিয়ে আলোচনা করা হলো। উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে পেঁয়াজের বাজার মূল্য।

উৎপাদন খরচের খাত নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্র.নং | উৎপাদনের ব্যয়ের খাতসমূহ | গড় ব্যয় (টাকায়) |
| 1 | জমি তৈরি | ৫০০০ |
| 2 | সার প্রয়োগ (কেজি) | ১১৭৪৫ |
| 3 | বীজ বাবাদ খরচ (সরাসরি রোপনের ক্ষেত্রে) | ১২০০০ |
| 4 | শ্রমিক খরচ | ৩৩০০০ |
| 5 | সেচ | ৪০০০ |
| 6 | কীটনাশক  | ৩০০০ |
| 7 | জমি ভাড়া/লীজ (মৌসুম ওয়ারী) | ১০০০০ |
| 8 |  মুলধনের সুদ (১২% ৬ মাস) | ৩৮১৮ |
| 9 | বিবিধ খরচ | ২৫০০ |
| 10 | মোট উৎপাদন খরচ | ৮৫০৬৩ |
| 1১ | নীট খরচ (১০-১১) টাকা | ৮৫০৬৩ |
| 1২ | গড় উৎপাদনের পরিমান (কুইন্টাল) | ৫৬ |
| 1৩ | গড় বাজার দর (কুইঃ/টাকা) | ১৫৫৩ |
| 1৪ | মোট মূল্য (কুইঃ/টাকা) | ৭৯২২০ |
| 1৫ | জাতীয় উৎপাদন খরচ (কেজি) | ১৫.০০ |

পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় পাইচার্টের সাহায্যে দেখানো হলো

পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে একরে মোট উৎপাদন খরচ ৮৫০৬৩ টাকা এবং প্রতিকেজি উৎপাদন খরচ ১৫ টাকা। গড় উৎপাদন একরে ৫৬ কুইন্টাল ও গড় বাজারদর প্রতি কুইন্টাল ১৫৫৩.০০ টাকা এবং মোট আয় ৭৯২২০.০০ টাকা।

চলতি বছর পেঁয়াজের উৎপাদন ও বিপণন ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি **উৎপাদন খরচ ১৫.০০** টাকা। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিবেচনায় উৎপাদন খরচে সাথে ১৫%-২০% লভ্যাংশসহ কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৭.০০-১৮.০০ টাকা, ০২%-৫% মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে পেঁয়াজের মূল্য কেজি প্রতি ১৭.৫০-১৯.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে ১০%-১২% লভ্যাংশসহ ১৯.০০-২১.০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল। উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত পেঁয়াজ ক্রয়-বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে পেঁয়াজের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

**পেঁয়াজের মূল্য বিস্তৃতি**

**প্রতি কেজি (টাকায়)**

 ভোক্তা

 পাইকার

 খুচরা ব্যবসায়ী

 কৃষক

 ফড়িয়া/ব্যপারী

ক্রয়

মূল্য ১৩.৬১

বিক্রয়

মূল্য

২১.৩১

ক্রয়

মূল্য ২১.৩১

বিক্রয়

মূল্য

৩০.০০

উৎপাদন

 খরচ ১৫.০০

বিক্রয়

মূল্য

১০.৯০

ক্রয়

মূল্য ১০.৯০

বিক্রয়

মূল্য

১৩.৬১

ক্রয়

মূল্য

৩০.০০

খরচ ০.০৯

লাভ ২.৬২

খরচ ০.৬৫

লাভ ৭.০৫

খরচ ০.৭৫

লাভ ৭.৯৪

লাভ ১.৯৮

**পেঁয়াজের** **উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপন**

|  |  |
| --- | --- |
| প্রক্ষেপণ | আগষ্ট/১৭মাসে গড় বাজার দর |
| . কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১৫.০০ টাকা।. কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৭.০০-১৮.০০ টাকা (১৫%-২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা). পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১৭.৫০-১৯.০০ টাকা (০২%-৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয় মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা). খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১৯.০০-২১.০০ টাকা (১০%-১২% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয় মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা) | ৩৯.৫১ টাকা৪০.৮৩ ‍‌‌”৪৬.৯১ ‍” |

* **(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+বিপণন খরচ+মুনাফা)**

বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি বিবেচনায় দেখা যায় যে, পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ১৫.০০ টাকা কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ১৭.০০-১৮.০০টাকা। কিন্ত আগষ্ট/২০১৭ মাসে পেঁয়াজের কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ৩৯.৫১ টাকা যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে শতকরা প্রায় ৫৬% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ১৭.৫০-১৯.০০টাকা কিন্ত ব্যবসায়ী বিক্রয় করেছে ৪০.৮৩ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৫% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ১৯.০০-২১.০০ টাকা কিন্ত বাজারে বিক্রয় হয়েছে ৪৬.৯১ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৭% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, কৃষক তার উৎপাদিত পেঁয়াজ যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৬% ও পাইকারী ব্যবসায়ী ৫৫% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৫৬% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করছে। বর্ণিতাবস্থায় কৃষক, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয় নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন উন্নতিকরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

**মার্কেটিং চ্যানেল**

**বাংলাদেশে বর্তমান/বিদ্যমান কৃষি পণ্যের** মার্কেটিং **ব্যবস্থাঃ**

বাংলাদেশের বিদ্যমান কৃষি বিপণনে ৪ ধরনের বাজার ব্যবস্থর প্রচলন লক্ষনীয়।

**গ্রামীন/স্থানীয় প্রাথমিক বাজার ব্যবস্থাঃ** এ বাজার সপ্তাহে 1/2 দিন বসে । স্থানীয় উৎপাদকেরা এ বাজারে সল্প পরিমানে পণ্য সরাসরি স্থানীয় ক্রেতা বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

**মাধ্যমিক বাজার ব্যবস্থাঃ** এটি একটি বৃহৎ বাজার যেখানে উৎপাদনকারী অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অনেক পণ্য নিয়ে আসে। খুচরা বাজারে অথবা কাছাকাছি স্থানে যেখানে জনবসতি রয়েছে সেসব জায়গায় বিক্রয়ের জন্য।

**টার্মিনাল মার্কেটঃ** এ বাজারটি সাধারণত গড়ে উঠে যেখানে পাইকার ও অনেকগুলো খুচরা বাজারের উপস্থিতি রয়েছে সে সব এলাকার কাছাকাছি জায়গায়। খুচরা বাজারের স্থায়ী খুচরা বাজারীরা পূর্বে থেকে নির্ধারিত দামে লেনদেনের সুবিধা পায় এখানে । এই বৃহৎ বাজারে পাইকার ও কমিশন প্রতিনিধি এবং বৃহৎ উৎপাদক বা বাজার সমিতি পণ্য নিয়ে আসে। এটি একটি কেন্দ্রীকৃত বাজার ব্যবস্থা যেখান থেকে বন্টন কার্য শুরু হয়।

**অন্যান্য বাজারঃ** কিছু পণ্য সরাসরি বাজারে প্রবেশ করে বিদ্যমান বিপণন ব্যবস্থার বাইরে যেমন কেহ সরাসরি ফার্ম বিক্রি করে; আবার কেউ ফসল ফলার পূর্ব মুহুর্তে উৎপাদকের কাজ থেকে ক্রয় করে। বিদ্যমান ব্যবস্থার বাইরেও কিছু সংখ্যক মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পণ্য বাজারে প্রবেশ করে।

মধ্যস্হকারবারিরা কৃষক এবং ভোক্তার মাঝে সম্পর্ক তৈরী করে। মধ্যস্হকারবারির সংখ্যা নির্ভর করে পণ্যের প্রকৃতি এবং বাজার প্রবেশযোগ্যতার উপর। বৃহৎ বণ্টন প্রণালিতে পাঁচ ধরনের মধ্যস্হকারবারি থাকে। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

মধ্যসত্ত্বভোগী

পাইকার

আড়তদার

বেপারী

ফড়িয়া

খুচরা ব্যবসায়ী

**ফড়িয়াঃ** ফড়িয়া হলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা স্হানীয় তিনটি বা চারটি বাজারে ব্যবসায় করে এবং অল্প পরিমান পণ্য নিয়ে কাজ কারে। তারা কৃষকের নিকট হতে পেঁয়াজ ক্রয় করে এবং সেগুলো বেপারী অথবা ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। তাদের ব্যবসায়ের আওতা ছোট কারণ তাদের কাছে অল্প পরিমাণ মূলধন থাকে।

**বেপারীঃ** বেপারি হলো পেশাদার ব্যবসায়ী যারা স্হানীয় বাজার অথবা গ্রাম হতে কৃষক অথবা ফড়িয়ার নিকট হতে পেঁয়াজ ক্রয় করে। তারা ফড়িয়ার চেয়ে বেশী পরিমান পণ্য নিয়ে কাজ করে। বেপারিরা আড়তদারের নিকট তাদের পেঁয়াজ বিক্রয় করে।

**আড়তদারঃ** আড়তদাররা নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে তারা বেপারি এবং খুচরা ব্যবসায়ীর মাঝখানে অবস্হান করে এবং নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে গুদামজাতকরণ সুবিদা প্রদান করে।

**খুচরা ব্যবসায়ীঃ** খুচরা ব্যবসায়ীরা বন্টন প্রণালির সবচেয়ে শেষে অবস্হান করে। তারা আড়তদারের মাধ্যম বেপারির নিকট হতে পেঁয়াজ কিনে এবং সেগুলো ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে।

**মধ্যস্হকারবারীর কার্যাবলী**

বিপণন কার্যাবলীর মধ্যবর্তী স্তরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো: পরিবহন, গুদামজাতকরণ, গ্রের্ডি, অর্থসংস্হান, বাজার তথ্য, মূল্য ইত্যাদি। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

**পরিবহনঃ** মধ্যস্হকারবারিরা ভোক্তা এবং উৎপাদকের মাঝে সংযোগ তৈরী করে। স্হানীয় পেঁয়াজ দুরের বাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এরা যানবাহন সরবরাহ করে। বাংলাদেশে পরিবহন খরচ বেশী। তাই মধ্যস্হকারবারিরা সরবরাহের উপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে থাকে। পেঁয়াজ পরিবহনের ক্ষেত্রে ক্যারেট ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**গুদামজাতকরণঃ** সময়মত পেঁয়াজ পাওয়ার জন্য গুদামজাতকরণ ব্যবস্হা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইহা সময়মত উপযোগ তৈরী করে। পেঁয়াজ বাজারে আনার পর বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত কয়েকদিনের জন্য এগুলো সংরক্ষণের দরকার হয়।

**গ্রেডিং:** মধ্যস্হকারবারীর মৌলিক কাজ গুলোর মধ্যে গ্রেডিং অন্যতম এবং এটা অনুযায়ি পন্যকে ভাগ করা হয়। চোখের অনুমানে পণ্যের মান নির্ধারণ করা হয়।

**অর্থসংস্হানঃ** যেকোনো কৃষি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে অর্থসংস্হান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মাঝে মাঝে মধ্যস্হকারবারিরা কৃষকদের নিকট হতে বাকীতে মাল কিনে থাকে। ৬০% মধ্যস্হকারবারি তাদের নিজের টাকায় এই ব্যবসা করে থাকে।

**বিদ্যমান পেঁয়াজের মার্কেটিং চ্যানেল নিম্নরূপঃ**

উৎপাদনকারী

স্থানীয় মজুদদার

স্থানীয় ব্যবসায়ী

স্থানীয় ব্যবসায়ী

স্থানীয় খুচরা বাজার

 বেপারী

বেপারী

 পাইকারী/কেন্দ্রীয় বাজার/

টার্মিনাল বাজার

 বাজা

আরতদার

পাইকার

প্রক্রিয়াজাতকারী

খুচরা বাজার

স্থানীয় ব্যবসায়ী

খুচরা ব্যবসায়ী

স্থানীয় ভোক্তা

ভোক্তা

**মার্কেট চার্জ**

**পেঁয়াজের বিপণন পরিস্থিতি**

**২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত পেঁয়াজের (দেশী) কৃষক প্রাপ্ত, পাইকারী ও খুচরা মূল্যের ধারা নিম্নের ছকে দেখানো হলো।**

 (মূল্য টাকায়)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **অর্থবছর** | **কৃষক প্রাপ্ত বাজারদর (প্রতি কুইন্টাল)**  | **পাইকারী বাজারদার (প্রতি কুইন্টাল)** | **খুচরা বাজারদর** **(প্রতি কেজি)** |
| ২০১০-২০১১ | ২৩৭২ | ২৩৭০ | ২৭ |
| ২০১১-২০১২ | ২২৮২ | ২৬৯৬ | ২৯ |
| ২০১২-২০১৩ | ১৫৫৪ | ২৩৮২ | ২৮ |
| ২০১৩-২০১৪ | ২৮১৯ | ৪৬১০ | ৫২ |
| ২০১৪-২০১৫ | ৪১৬৫ | ২৮২১ | ৩২ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৩৩৫৬ | ৪০০৮ | ৪০ |
| ২০১৬-২০১৭ | ৩৩৬১ | ২৭১৮ | ৩২ |

 কুইন্টাল প্রতি/টাকায়

 কুইন্টাল প্রতি/টাকায়

 কেজিপ্রতি/টাকায়

উপরের ছক ও লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে পেঁয়াজের মূল্য কম ছিল। কিন্তু ২০১৩-২০১৪ সালে বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ কম থাকায় পেঁয়াজের মূল্য বেশী ছিল। ২০১৪-২০১৫ সালে বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ বেশী থাকায় মূল্য কমে যায়। আবার ২০১৫-২০১৬ সালে বাজারে পেঁয়াজের মূল্য বেড়ে যায়। সে তুলনায় ২০১৬-২০১৭ সালে পেঁয়াজের মূল্য আবার কমে যায়।

**২০১৬ সালের মাসিক জাতীয় গড় বাজার দর**

 (টাকায়)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| মাস | পাইকারী (কুইন্টাল প্রতি) | খুচরা (কেজি প্রতি) |
| জানুয়ারি,২০১৬ | ২২৫৪ | ২৬ |
| ফেব্রুয়ারি,২০১৬ | ২০৭৬ | ২৬ |
| মার্চ,২০১৬ | ২৩৯১ | ২৮ |
| এপ্রিল,২০১৬ | ২৬৭৪ | ৩১ |
| মে,২০১৬ | ৩৩০০ | ৩৮ |
| জুন,২০১৬ | ৩২২৫ | ৩৭ |
| জুলাই,২০১৬ | ৩০৫২ | ৩৫ |
| আগষ্ট,২০১৬ | ৩১০২ | ৩৬ |
| সেপ্টেম্বর,1৬ | ২৮৫৮ | ৩৪ |
| অক্টোবর,২০১৬ | ২৫৯০ | ৩০ |
| নভেম্বর,২০১৬ | ২৫৪৬ | ৩০ |
| ডিসেম্বর,২০১৬ | ২৩৭৭ | ২৯ |

২০১৬ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাইকারী পর্যায়ে পেঁয়াজের গড় বাজার দর গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হলো

 (কুইন্টাল প্রতি)

২০১৬ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের গড় বাজার দর গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হলো

 (কেজি প্রতি)

**২০১৭ সালের মাসিক জাতীয় গড় বাজার দর**

(টাকায়)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  মাস | পাইকারী (কুইন্টাল প্রতি) | খুচরা (কেজি প্রতি) |
| জানুয়ারি,২০১৭ | ১৮৯৮ | ২২ |
| ফেব্রুয়ারি,২০১৭ | ১৮৩৪ | ২৩ |
| মার্চ,২০১৭ | ১৮৮৩ | ২৩ |
| এপ্রিল,২০১৭ | ২২০২ | ২৬ |
| মে,২০১৭ | ২৩৭১ | ২৮ |
| জুন,২০১৭ | ২২৩১ | ২৭ |
| জুলাই,২০১৭ | ২৩১৬ | ২৮ |
| আগষ্ট,২০১৭ | ৪০৮৩ | ৪৭ |
| সেপ্টেম্বর,২০১৭ | ৪০৫৩ | ৪৬ |
| অক্টোবর,২০১৭ | ৪৪৭১ | ৫১ |

**২০১৭ সালের মাসিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজার দর**

 কুইন্টাল প্রতি

**২০১৭ সালের মাসিক খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর**

কেজি প্রতি

২০১৭ সালে পেঁয়াজের মূল্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় পাইকারী ও খুচরা উভয় পর্যায়ে মূল্যের উর্দ্ধগতি হয়েছে।

**পেঁয়াজের পুষ্টিমান ও উপকারিতা**

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পেঁয়াজ একটি অত্যাবশ্যকীয় সবজি। প্রায় প্রতিটি ঝাল জাতীয় তরকারিতে পেঁয়াজের উপস্থিতি প্রায় বাধ্যতামূলক। বাঙ্গালি খানায় কোনো তরকারিতে পেঁয়াজ থাকবে না এটা হতেই পারে না।

সাধারণত একটি বড় মাপের পেঁয়াজে ৮৬.৮ শতাংশ পানি, ১.২ শতাংশ প্রোটিন, ১১.৬ শতাংশ শর্করা জাতীয় পদার্থ, ০.১৮ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ০.০৪ শতাংশ ফসফরাস ও ০.৭ শতাংশ লৌহ থাকে। এছাড়া পেঁয়াজে থাকে ভিটামিন এ, বি ও সি। এটি ফলিক এসিডেরও একটি ভালো উৎস। এছাড়া এতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, সালফার,আয়রন ও ক্রোমিয়ামও রয়েছে। পেঁয়াজে এত পুষ্টি উপাদান থাকার পর এর উপকারিতা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই।

সচরাচর আমরা পেঁয়াজ কাটার সময় পেঁয়াজের ত্বক ফেলে দেই। কিন্তু পেঁয়াজের যে অংশটি আমরা ফেলে দেই সেই বাদামি রঙের খোসা বেশি উপকারী।

**সুপারিশ**

* চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতি থাকায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে;
* বছরের যে সময় পেঁয়াজের চাহিদা বৃদ্ধি পায় সে সময়কে চিহ্ণিত করে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
* ব্যবসায়ীরা যাতে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে ব্যাপারে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;
* Anti holding act এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা যেতে পারে;
* মজুদদারী ব্যবস্থা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রন করতে হবে;
* অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং জোরদার করতে হবে;
* সাপ্লাই চেইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে।

**উপসংহার**

সাপ্লাই চেইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে ও আমদানি অব্যাহত থাকলে পেঁয়াজের মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে বলে আশা করা যায়। আমদানির মাধ্যমে দেশের ঘাটতি পূরণ করা হলে বাজার পরিস্থিতি কখনো স্থিতিশীল থাকবে না। তাই বাজার মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব।